দৈনিক খবর

তারিখ ... 01 MAR 1990
পৃষ্ঠা ... 6 ... কলাম ... 2

28 ৩২

মতামত

বেকার সমস্যার সমাধানে শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন দরকার

স্বাধীনতার দীর্ঘ ১৮ বছর পরও আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার কোন পরিবর্তন হয়নি। আজও ঔপনিবেশিক আমলের শোষণভিত্তিক কেরানী ও উকিল তৈরীর পরনির্ভরশীল শিক্ষা ব্যবস্থা চালু আছে যার সাথে উৎপাদনের কোন সম্পর্ক নেই।

বৃটিশ শাসকেরা যখন ভারতবর্ষ দখল করে শাসন ও শোষণ করতে লাগল তখন এদেশে প্রশাসন চালানোর জন্য তাদের অফিস-আদালতে বিভিন্ন নিম্নপদে বিপুল পরিমাণ কেরানী ও চাপরাশির প্রয়োজন হয় এবং এর জন্য তাদের ভাষায় শিক্ষিত লোকের অভাব দেখা দেয়। এই শিক্ষিত লোক তাদের দেশ হতে এদেশে এনে কাজ করান ব্যয়বহুল হওয়ায় তারা এদেশীয়দের দ্বারা অফিস-আদালতে সস্তাদরে কেরানীর অভাব পূরণের লক্ষ্যে তাদের দেশের ভাষা, সংস্কৃতি, কৃষ্টিসম্বলিত কেরানী তৈরীর শিক্ষা ব্যবস্থা তাদের নিজেদের স্বার্থে চালু করে। এমনিভাবে পশ্চিমা ভাষা, সংস্কৃতি, কৃষ্টিসম্বলিত কেরানী তৈরীর শিক্ষা ব্যবস্থা তাদের নিজেদের স্বার্থে চালু করে। এমনিভাবে পশ্চিমা ভাষা, সংস্কৃতি, কৃষ্টি আমাদের দেশে প্রচলিত হয়। সেই শিক্ষা ব্যবস্থা আজও আমাদের দেশে চালু আছে।

ফলে বর্তমানে আমাদের দেশে যে পরিমাণে শিক্ষিত যুবক বাড়ছে সেই পরিমাণে নতুন নতুন অফিস-আদালত ও কেরানীর টেবিল বাড়ছে না, যার কারণে দিন দিন শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা আশংকাজনক হারে বৃদ্ধি পায়। ফলে এদের কর্মসংস্থানের জন্য আমাদের দেশের বিগত দিনের ক্ষমতাসীন সরকারগুলোকে অফিস-আদালতে কাজের চেয়ে নতুন নতুন পদ ও টেবিল বাড়াতে গিয়ে অর্থনৈতিক সংকট ও মুদ্রাস্ফীতির সম্মুখীন হতে হয়। ফলে জাতীয় বাজেট ঘাটতির কারণে দেশের উন্নয়ন ব্যাহত হয়, সরকারকে নাজুক পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়। এর ফলে এদেশের রাজনৈতিক দলগুলো সহজেই এই বেকারত্বের সুযোগ গ্রহণ করে। এই শিক্ষিত বেকার যুবকদের ভবিষ্যতের আশার বাণী শুনিয়ে তাদেরকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে। তাদের দ্বারাই সরকার বিরোধী দলগুলো ক্ষমতায় যাওয়ার আন্দোলন সৃষ্টি করে দেশের আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটায়। ফলে ক্ষমতাসীন সরকারকে জনপ্রিয়তা হারাতে হয়। পাশাপাশি ক্ষমতাসীন সরকারও বেকার যুব সমাজের বাকী আর একটি অংশের নাকের ডগায় মূলা ঝুলিয়ে তাদেরকে ক্ষমতায় টিকে থাকার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। এমনিভাবে "ভাগ কর এবং ভোগ কর" রাজনীতির কূটকৌশলে পড়ে আমাদের দেশের যুব সমাজ এই শিক্ষা নীতির কারণে নিষ্পেষিত হচ্ছে।

আজকাল পত্র-পত্রিকা খুললেই দেখা যায় হাইজ্যাক, ছিনতাই, চুরি, ডাকাতি, খুন, ধর্ষণ, রাহাজানি ও সন্ত্রাসের সংবাদ। অধুনা যুক্ত হয়েছে মাদকাসক্তি। আর এগুলোর অধিকাংশের হোতা হচ্ছে আজকের এই যুব সমাজ। তার কারণ হচ্ছে আজকের এই ঘুণেধরা শিক্ষা ব্যবস্থা। প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষিত যুবকের কর্মসংস্থানের কোন নিশ্চয়তা নেই। ফলে দেশে প্রতি বছর হাজার হাজার শিক্ষিত যুবককে শিক্ষা জীবন শেষ করে চাকরির জন্য সরকারী অফিস-আদালতের দ্বারে দ্বারে ঘুরতে হচ্ছে। কারণ তাদের অফিস-আদালতে চাকরি করা ছাড়া এই শিক্ষা ব্যবস্থার কারণে আর করার কিছুই নেই। ফলে ব্যয়বহুল বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় অনেক মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র পরিবারকে তাদের শেষ সম্বলটুকুর বিনিময়ে তাদের সন্তানদের লেখাপড়ার খরচ জোগাতে গিয়ে পথে বসতে হচ্ছে। এমতাবস্থায় তাদের সন্তানেরা শিক্ষা জীবন শেষ করে যখন চাকরির জন্য বিভিন্ন স্থানে ঘুরে ঘুরে ব্যর্থ হয়ে পিতা-মাতা ও অভিভাবকদের স্বপ্নসাধ ভেঙ্গে দিয়ে বাড়ীতে পরিবারের বোঝা হয়ে দাঁড়ায় তখন তাদের জীবনে নেমে আসে চরম হতাশা, জীবনের উপর ধিক্কার, আর এই ধিক্কার থেকে জন্ম হয় তাদের মনে অমানসিকতা। তখন তারা হয়ে ওঠে বেপরোয়া। পরিবারের চরম অভাবের তাড়নায় ভালমন্দ জ্ঞান লোপ পায় এবং সমাজে যে কোন অন্যায় কাজ করতে দ্বিধা করে না। এই কারণেই আজকে দেশের যুব সমাজের মধ্যে হাইজ্যাক, চুরি, ডাকাতি, খুন, ধর্ষণ, লুটপাট, মাদক সেবন, সন্ত্রাসসহ নানা ধরনের অপরাধমূলক কাজ সংঘটিত হচ্ছে। যে যুব সমাজ ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে রক্ত দিয়ে মহান একুশের জন্ম দিয়েছে, যে যুব সমাজ ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামে সফল সৈনিক হয়ে আমাদের স্বাধীনতা এনে দিয়েছে, সেই যুব সমাজ তাদের আকাংখিত স্বাধীন দেশে আজকের এই শিক্ষা ব্যবস্থার কারণে পংকিল আবর্তে নিমজ্জিত হতে চলেছে। ফলে দেশের আইন-শৃঙ্খলার মারাত্মক অবনতি ঘটছে। শুধু তাই নয়, বর্তমান এই শিক্ষা ব্যবস্থার কারণে শিক্ষাঙ্গনে পরীক্ষায় নকল প্রবণতা আশংকাজনক বৃদ্ধি পাচ্ছে। ছাত্ররা লেখাপড়া না করে শিক্ষাঙ্গনে মাস্তানী ও সন্ত্রাসে লিপ্ত হয়ে শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট করে পরীক্ষার সময়ে নকল করে পরীক্ষা পাসের সার্টিফিকেট পাওয়ার চেষ্টা করে। ফলে দেশে ডিগ্রীধারী বেকারের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা এর জন্য দায়ী। বৃটিশ শাসকদের প্রবর্তিত কেরানী ও উকিল তৈরীর শিক্ষা ব্যবস্থা আজও আমাদের দেশে বহাল রয়েছে বলেই যেনতেন প্রকারে একখানা সার্টিফিকেট আদায় করাই এই শিক্ষা নীতির একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। সার্টিফিকেট লাভের জন্য তাই নকলপ্রবণতাসহ নানারকম জালিয়াতি বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। এমনকি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষকদেরও কেউ কেউ অসদুপায় অবলম্বনে ছাত্রদের সাহায্য করছে বলে বিভিন্ন জাতীয় পত্র-পত্রিকায় খবর প্রকাশিত হয়েছে। অর্থাৎ 'তোরা যে যা বলিস ভাই আমার চাকরির জন্য পরীক্ষা পাসের একখানা সার্টিফিকেট চাই' --- অতএব যেনতেন প্রকারে সার্টিফিকেট পাওয়ার চেষ্টায় সবাই নকলের সুবিধা পাওয়ার আশায় এই স্কুল ওই স্কুল, এ কলেজ ও কলেজ, এ কেন্দ্রে ও কেন্দ্রে হন্যে হয়ে ছুটছে। এটাই হচ্ছে নকলপ্রবণতার বাস্তব কারণ। কাজেই এই যেখানে অবস্থা সেখানে সরকার নকলপ্রবণতা রোধকল্পে যতই সেমিনার-সিম্পোজিয়ামে গলাবাজি করুক না কেন, পরীক্ষা কেন্দ্রে যতই কড়াকড়ি করুক না কেন, কোনই ফল হবে না। নকলপ্রবণতা বন্ধ করতে হলে সমস্যার গভীরে যেতে হবে। আগে এই ঘুণেধরা ঔপনিবেশিক আমলের শোষণ ভিত্তিক কেরানী ও উকিল তৈরীর পরনির্ভরশীল শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন করতে হবে। পাশাপাশি বৃত্তিমূলক উৎপাদনমুখি আত্মনির্ভরশীল গণমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে হবে। যাতে করে কোন শিক্ষিত যুবককে চাকরির জন্য হন্যে হয়ে ঘুরতে না হয়। নিজেরাই তাদের শিক্ষার উপর নির্ভর করে কিছু করে খেতে পারে এবং জাতিকে কিছু দিতে পারে।

যদিও বর্তমানে দেশে দু'একটি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও ভকেশনাল স্কুল রয়েছে তা যথেষ্ট নয়, বিরাট সমুদ্রে এক ফোঁটা পানির সমান। প্রত্যেকটি শিশুই কোন না কোন সুপ্ত প্রতিভা নিয়ে জন্মায়। আমরা যদি ছোট থেকেই তাদের মেধার দিকে দৃষ্টি দিয়ে লেখাপড়ার সুষ্ঠু ব্যবস্থা করতে পারি আর সেজন্য সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি বিভিন্ন ট্রেডে বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পর্যাপ্ত সংখ্যায় চালু করা যায় তা হলেই বিভিন্ন ট্রেডে দক্ষ কারিগর জন্ম দেয়া যাবে। ডিগ্রীধারী অনুৎপাদনী শিক্ষিত বেকার যুবকের চেয়ে উৎপাদনশীল স্বনির্ভর দক্ষ কারিগর অনেক ভাল। তারা নিজেরাই নিজের রোজগারের ব্যবস্থা করে নিতে পারবে। শুধু এদেশেই নয় বিদেশেও এই শিক্ষাপ্রাপ্ত কারিগরের প্রচুর কর্মসংস্থান ও চাহিদা আছে, সেখানেও দক্ষ কারিগর পাঠিয়ে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আমাদের দেশে আনা যাবে।

তাই ডিগ্রীধারী শিক্ষিত বেকার তৈরীর প্রচলিত শিক্ষানীতির পরিবর্তে দক্ষ কারিগর তৈরী শিক্ষানীতির লক্ষ্য হওয়া উচিৎ। তবেই জাতীয় মেরুদন্ড এই হতাশাগ্রস্ত, মাদকাসক্ত, বেকার যুব সমাজকে নিশ্চিত ধ্বংসের এবং দেশকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয় হতে রক্ষা করা যাবে। এবং এভাবে দেশের সকল ক্ষেত্রে স্থিতিশীলতা আসবে বলে আমি মনে করি।

এস কে খাজা মঈনউদ্দিন
গ্রাম— বি ডি আর হাট
ডাকঘর— লালমনিরহাট,
জেলা— লালমনিরহাট।